সূরা আল্ কাফেরূন-১০৯
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। হাসান, ইকরামা এবং ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ মত পোষণ করেন। নলডিকি বলেন, এটা নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছিল। 'সূরা কাওসারের' সাথে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কাওসার এ বলা হয়েছিল, নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি এমন অপরিসীম আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক কল্যাণ বর্ষিত হবে, মানবেতিহাসে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ সূরাতে সে সকল কট্টর কাফির, যাদেরকে ঐশী সিদ্ধান্ত চির-অস্বীকারকারী সাব্যস্ত করেছে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) এর পক্ষে এতসব স্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরেও যারা তাঁকে (সাঃ) গ্রহণ করেনি তারা কি করে বিশ্বাস করতে পারে মুসলমানরা স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে তাদের নির্বোধ, অন্তঃসারহীন, অদ্ভুত ও অযৌক্তিক বিশ্বাসকে মেনে নিবে? নবী করীম (সাঃ) সূরা ইখলাসকে (১১২সূরা) কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং এ সূরাকে কুরআনের এক-চতুর্থাংশ বলে আখ্যা দিয়ে বলেছেন, যারা গভীর মনোযোগ দিয়ে প্রায়ই এ সূরা দু'টি পাঠ করবে এবং এগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করবে তারা অনেক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে (ইব্নে মারদাওয়াই)। এ হাদীসের তাৎপর্য হলো, 'সূরা আল্ ইখ্লাস' ইসলামের মূলনীতি 'তওহীদ' অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্বকে পূর্ণ যুক্তিসহ অল্প কথায় পেশ করেছে, আর সূরা 'কাফেরূন' মুসলমানদেরকে শত বিরোধিতা ও শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তওহীদের মূলমন্ত্রে অটল থাকার জন্য শক্তি ও উৎসাহ যোগাচ্ছে। অতএব যারা এ দুটি সূরার তাৎপর্য ও গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করবে তারা অবশ্যই সম্মান ও মর্যাদায় অন্যদের তুলনায় অনেক উচ্চ স্তরের হবে।

سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ سَبْعُ اٰيَاتٍ وَّرُكُوْعٌ

সূরা আল্ কাফেরূন-১০৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৭ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ②

২। তুমি বল,[৩৪৫০] 'হে[৩৪৫১] অস্বীকারকারীরা[৩৪৫২]!

لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ③

৩। তোমরা যার উপাসনা কর আমি তার উপাসনা করবো না।

وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ④

৪। আর আমি যার উপাসনা করি তোমরা তার উপাসনাকারী নও।

وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ⑤

৫। আর তোমরা যার উপাসনা করে আসছ আমি কখনো তার উপাসক হবো না।

وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ⑥

৬। আর আমি যার উপাসনা করি তোমরা তার[৩৪৫৩] উপাসক হবে না।

৩৪৫০। 'কুল' অর্থ বল বা ঘোষণা কর। এ ঐশী আদেশটি প্রত্যেক মুসলমানকে দেয়া হয়েছে। এ সূরা ছাড়াও 'বল' এ আদেশটি ৭২, ১১২, ১১৩ এব ১১৪ সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ৩০৬টি আয়াতে এর ব্যবহার হয়েছে এবং তা প্রত্যেক স্থলেই বিষয়বস্তুর গুরুত্বকে বিশেষভাবে অনুধাবনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ সূরাতে ইসলামের যে মহান নীতি বর্ণিত হয়েছে তার প্রতি কাফিরদের বিশেষ দৃষ্টি জোরালোভাবে ও পরিষ্কার ভাষায় বার বার আকর্ষণের জন্য মুসলমানদেরকে তাগিদ দেয়া হয়েছে।

৩৪৫১। 'হে!' সম্বোধন সূরার বিষয়বস্তুর প্রতি গভীর দৃষ্টি-আকর্ষণ ও গুরুত্ব আরোপের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যেই বারবার কুরআনে 'হে' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৪৫২। এখানে 'অস্বীকারকারীরা' বলতে সেই সকল কট্টর কাফিরকে বুঝিয়েছে যারা ক্রমাগতভাবে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে এবং সত্য গ্রহণের সম্ভাবনা তাদের মধ্যে বাকী নেই অর্থাৎ অবিশ্বাস তাদের অস্তিত্বের অঙ্গ হয়ে গেছে।

৩৪৫৩। পূর্ববর্তী তিনটি আয়াতসহ এ আয়াতের ব্যাখ্যা বিভিন্ন তফসীরকার ভিন্ন-ভিন্নভাবে করেছেন। কোন কোন তফসীরকার বলেন, মক্কার পৌত্তলিকেরা তাদের প্রশ্নটিকে দুটি আকারে উত্থাপন করেছিল। তাই সেই দুটি আকারেই তাদের উত্তরও দেয়া হয়েছে। অন্যেরা বলেন, এ পুনরাবৃত্তি ছিল কেবল উত্তরকে জোরালো করার জন্য । আবার অনেকে (যেমন যাজ্জাজ) মনে করেন, তখনকার সমসাময়িক কালে ইবাদতের পদ্ধতিকে অস্বীকার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে প্রথম দুটি বাক্য (৩ ও ৪ আয়াত) এবং ভবিষ্যতে এরূপ ইবাদতের অস্বীকারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে শেষ দুটি বাক্য (৫ ও ৬ আয়াত)। এর বিপরীতে আল্লামা যমখ্শরী বলেন, প্রথম বাক্য দুটি ভবিষ্যতের অস্বীকারকে বুঝাচ্ছে এবং শেষ বাক্য দুটি বর্তমান অস্বীকারকে বুঝাচ্ছে। যাহোক 'লা' (না, নয়) যখন বর্তমান-ভবিষ্যতকাল সম্পর্কিত ক্রিয়া পদের পূর্বে বসে তখন এর দ্বারা ভবিষ্যৎকালই বুঝায়। এরূপ ব্যবহার বিধি অনুযায়ী লা আ'বুদু এর অর্থ দাঁড়ায় "আমি কখনো উপাসনা করবো না"।

মা' অব্যয়টি দু'আকারে ব্যবহৃত। 'মাস্দরীইয়া' হিসাবে ক্রিয়ার পূর্বে বসে একে অসমাপিকা করে এবং 'মাওসূলাহ্' হিসাবে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ এটা, যা, সে, যে, তিনি , যিনি। এখানে প্রথম দুটি বাক্যে 'মা' শব্দটি 'মাস্দারীইয়া' হিসাবে এবং দ্বিতীয় দুটি বাক্যে 'মাওসূলাহ্' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করাই শ্রেয়। তখন এ চারিটি বাক্য বা আয়াতের অর্থ হবেঃ "আমি কখনো

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦ ع ٣٤

১ ৭। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার
[৭] ধর্ম[৩৪৫৪]।
৩৪

তোমাদের উপাসনার রূপ ও ধরন-ধারন অবলম্বন করবো না এবং তোমরাও আমার ইবাদতের প্রক্রিয়া অবলম্বন করবে না এবং আমি কখনো তোমাদের উপাসনার বস্তুগুলোর (প্রতিমা, মূর্তি, বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিহীন জীব-জন্তু ইত্যাদির) উপাসনা করবো না। আর তোমরাও আমার আরাধ্যের (আল্লাহ্‌র) ইবাদত করবে না।"

৩৪৫৪। এ আয়াতের তাৎপর্য হলোঃ যেহেতু মু'মিনদের জীবন-ব্যবস্থা ও ধর্মের সাথে কাফিরদের জীবন-ব্যবস্থা ও ধর্মের কোনই মিল নেই এবং যেহেতু এদুয়ের বিস্তারিত বিবরণে ও মৌলিক ধারণাতে বিস্তর প্রভেদ বিদ্যমান , সেহেতু এদের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়।